‘দশম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৮ মার্চ ২০১৪)

আগামী ৩ এপ্রিল ২০১৪ অনুষ্ঠিত হবে দশম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন। এ লক্ষ্যে গত ৯ মার্চ ৫০ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের ৪১ জন (আওয়ামী লীগ ৩৯ জন, ওয়ার্কাস পার্টি ১ জন, জাসদ ১ জন), জাতীয় পার্টির ৬ জন ও স্বতন্ত্র ৩ জন প্রার্থী রয়েছে। ৯ মার্চ ছিল মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন। ১৮ মার্চ পর্যন্ড় প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাবে। ১১ মার্চ মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই এ ঋণখেলাপী হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের সাবিহা নাহার বেগম ও জাতীয় পার্টির খোরশেদ আরা হক-এর আপিল বাতিল করেছে রিটার্নিং কর্মকর্তা। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্ড়ের বির“দ্ধে তাঁরা দুজন নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন। ১৬ মার্চ শুনানি শেষে কমিশন তাদের আপিল নামঞ্জুর করেন। আপিল না মঞ্জুরের কারণ হিসেবে কমিশন সাংবাদিকদের জানান, সাবিহা নাহারের কাছে টেলিফোন বিল বাবদ বিটিসিএল-এর পাওনা ছিল ১১ হাজার ৩৩৫ টাকা এবং খোরশেদ আরা হকের কাছে বকেয়া বিলের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ২৩ হাজার টাকা। (*প্রথম আলো*, ১৭ মার্চ ২০১৪)

আপনারা অবগত আছেন যে, ‘সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক’ দীর্ঘদিন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তথ্য ভোটারদের কাছে প্রকাশ করে ভোটারদের সচেতন ও ক্ষমতায়নের কাজ করে আসছে। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রার্থীগণ কর্তৃক হলফনামা আকারে প্রদত্ত তথ্যসমূহ (শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, অতীত এবং বর্তমানে ফৌজদারী মামলা, নিজের এবং নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় এবং অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, দায়-দেনা ও ঋণ এবং আয়কর সংক্রান্ড় তথ্য) আমরা তুলে ধরছি। আমরা আজকের সংবাদ সম্মেলনে মোট ৪৮ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশে- ষণ তুলে ধরছি–

প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

দল	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উলে- খ নেই	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬ (১৫.৭৯%)	৪ (১০.৫৩%)	৪ (১০.৫৩%)	১০ (২৬.৩২%)	১৪ (৩৬.৮৪%)	-	৩৮
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	-	-	-	-	১ (১০০%)	-	১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-	-	-	১ (১০০%)	-	-	১
জাতীয় পার্টি	-	-	-	৪ (৮০%)	১ (২০%)	-	৫
স্বতন্ত্র	-	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	২ (৬৬.৬৭%)		৩
মোট	৬ (১২.৫%)	৪ (৮.৩৩%)	৪ (৮.৩৩%)	১৬ (৩৩.৩৩%)	১৮ (৩৭.৫%)	-	৪৮

- সংরক্ষিত মহিলা আসনে উচ্চ শিক্ষিতের হার বেশি। আওয়ামী লীগের প্রায় ৬৩% প্রার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। জাতীয় পার্টির সকল প্রার্থীই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী। তবে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রায় ৩৬ শতাংশ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি ও তার নীচে।

প্রার্থীদের পেশা

দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	উলে- খ নাই	অন্যান্য	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩ (৭.৮৯%)	১০ (২৬.৩২%)	৩ (৭.৮৯%)	৯ (২৩.৬৮%)	১ (২.৬৩%)	০ (০%)	১২ (৩১.৫৮%)	৩৮
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	-	-	১	-	-	-	-	১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-	-	-	-	-	-	১	
জাতীয় পার্টি	-	২ (৪০%)	১ (২০%)	-	২ (৪০%)	-	-	৫
স্বতন্ত্র	-	-	-	২ (৬৬.৬৭%)	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	৩
মোট	৩ (৬.২৫%)	১২ (২৫%)	৫ (১০.৪১%)	১১ (২২.৯১%)	৩ (৬.২৫%)	-	১৪ (২৯.১৬%)	৪৮

- পেশাগত দিক থেকে তুলনামূলক বিচারে সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীদের মধ্যেও রয়েছে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য। আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্যে ১০ জন (২৬.৩২%) ব্যবসায়ী, ৩ জন (৭.৮৯%) চাকুরি, ৯ জন (২৩.৬৮%) আইনজীবী ও ১ জন (২.৬৩%) গৃহিণী।
- জাতীয় পার্টির ২ জন (৪০%) ব্যবসা, ২ জন (৪০%) গৃহিণী ও ১ জন (২০%) চাকুরিকে পেশা হিসাবে উলে- খ করেছেন।
- ৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ২ জন (৬৬.৬৭%) আইনজীবী ও ১ জন (৩৩.৩৩%) অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা রয়েছেন।

প্রার্থীদের মামলার বিবরণ

দল	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়েই মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	-	৫	-	-	-	-	৩৮
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	-	-	-	-	-	-	১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-	-	-	-	-	-	১
স্বতন্ত্র	-	-	-	-	-	-	৩
জাতীয় পার্টি	-	-	-	-	-	-	৫
মোট	-	৫	-	-	-	-	৪৮

- আওয়ামী লীগের ৫ জন প্রার্থীর বির"দ্ধে অতীতে মামলা ছিল। প্রার্থীদের কারো বির"দ্ধেই বর্তমানে কোনো মামলা নেই।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ড় তথ্য

দল	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উলে- খ নাই	মোট প্রার্থী
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬ (১৫.৭৯%)	১৮ (৪৭.৩৭%)	৯ (২৩.৬৮%)	২ (৫.২৬%)	১ (২.৬৩%)	১ (২.৬৩%)	১ (২.৬৩%)	৩৮
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১ (১০০%)	-	-	-	-	-	-	১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-	-	১ (১০০%)	-	-	-	-	১
জাতীয় পার্টি	-	২ (৪০%)	১ (২০%)	১ (২০%)	-	-	১ (২০%)	৫
স্বতন্ত্র	-		২ (৬৬.৬৭%)	-	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	৩
মোট	৭ (১৪.৫৮%)	২০ (৪১.৬৬%)	১৩ (২৭.০৮%)	৩ (৬.২৫%)	১ (২.০৮%)	১ (২.০৮%)	৩ (৬.২৫%)	৪৮

- প্রার্থীদের আয়ের বিশে- ষণে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্যে ৬ জন (১৫.৭৯%) ২ লক্ষের নীচে আয় করেন। ১ কোটির ওপরে আয় করেন ১ (২.৬৩%) জন। আওয়ামী লীগের নিলুফার জাফর উলাহ-এর আয় ৬ কোটি ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৬৯ টাকা।
- জাতীয় পার্টির ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ (৪০%) জনের আয় ৫ লক্ষ টাকার নীচে এবং ২ (৪০%) জনের আয় ৫০ লক্ষ টাকার নীচে।
- ৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ২ (৬৬.৬৭%) জনেরই আয় ২৫ লক্ষ টাকার নীচে এবং ১ জনের তথ্য হলফনামায় উলে- খ নেই।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের বিবরণ

দল	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উলে- খ নাই	মোট প্রার্থী
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২ (৫.৪১%)	৫ (১৩.৫১%)	৯ (২৪.৩২%)	১১ (২৯.৭৩%)	৯ (২৪.৩২%)	১ (২.৭%)	১ (২.৬৩%)	৩৮
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১ (১০০%)	-	-	-	-	-	-	১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-	-	-	১ (১০০%)	-	-	-	১
জাতীয় পার্টি	-	১ (২০%)	১ (২০%)	২ (৪০%)	-	১ (২০%)	-	৫
স্বতন্ত্র	-	-	১ (৫০%)		১ (৫০%)	-	১ (৩৩.৩৩%)	৩
মোট	৩ (৬.২৫%)	৬ (১২.৫%)	১১ (২২.৯১%)	১৪ (২৯.১৬%)	১০ (২০.৮৩%)	২ (৪.১৬%)	২ (৪.১৬%)	৪৮

- সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীদের মধ্যে ২৪ শতাংশ কোটিপতি, যাদের নিজ ও নির্ভরশীলদের নামে ন্যূনতম ১ কোটি টাকার উপরে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। তবে যে ক্ষেত্রে সম্পদের বর্ণনা দেয়া আছে কিন্তু মূল্য উলে- খ নেই সেগুলো গণনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। সকল ঘোষিত ও অঘোষিত সম্পদের বর্তমান মূল্য হিসাব করলে এই তালিকায় কোটিপতিদের হিসাব আরও বাড়তে পারে।
- আওয়ামী লীগের ৩৮ প্রার্থীর মধ্যে ১০ জন (২৭.৪৩%) কোটিপতি। ৫ কোটি টাকার উপরেও সম্পদ রয়েছে ১ জনের (২.৬৩%)। তিনি হলেন নিলুফার জাফর উলাহ। তাঁর নিজের ও নির্ভরশীলের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৩৬ কোটি ৪২ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৭১ টাকা।
- জাতীয় পার্টির ১ জনের ৫ কোটি টাকার ওপরে সম্পদ রয়েছে। মাহজাবিন মোরশেদ-এর নিজের ও নির্ভরশীলের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৪৪ টাকা।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ড়ু তথ্য

	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট প্রার্থী
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	-	৩ (৭.৮৯%)	১ (২.৬৩%)	-	-	-	৪ (১০.৫২%)	৩৮
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	-	-	-	-		-		১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-	-	-	-	-		-	১
জাতীয় পার্টি	-	১	-	-	-	-	১	৫
স্বতন্ত্র	-	১ (৩৩.৩৩%)	-	-	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	৩
মোট	-	৫ (১০.৪১%)	১ (২.০৮%)	-	-	-	৬ (১২.৫%)	৪৮

- আওয়ামী লীগের ৩৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪ জন (১০.৫২%) ঋণ গ্রহীতা।
- বিশে- ষণ থেকে দেখা যায় যে, সংরক্ষিত মহিলা আসনের মোট ৪৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬ জন ঋণ গ্রহীতা (১২.৫%)। অর্থাৎ ৪২ জনেরই কোনো ঋণ নাই।

আয়কর প্রদান সংক্রান্ড় তথ্য:

- সংরক্ষিত মহিলা আসনের আওয়ামী লীগের ৩৮ জনের মধ্যে ২৩ জন আয়কর প্রত্যয়ণপত্র দিয়েছেন। যারা আয়কর প্রদান করেছেন আমরা তাদের আয়কর বিবরণী পাইনি।
- জাতীয় পার্টির ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ জন (মাহজাবীন মোরশেদ) আয়কর প্রদান করেন, তিনি আয়কর বিবরণী প্রদান করলেও তাঁর মোট আয় ও প্রদত্ত করের তথ্য না থাকাতে তিনি কত টাকা আয়কর প্রদান করেন তা আপনাদেরকে জানাতে পারছি না।

সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের বিশে- ষণ থেকে আরও কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

- মনোনয়নের ক্ষেত্রে পরিবারতন্ত্রের প্রভাবও লক্ষণীয়। আওয়ামী লীগ যে ৩৯টি আসনে মনোনয়ন দিয়েছে তার কমপক্ষে এক চতুর্থাংশেই আত্মীয়তার সূত্রে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে অন্ড়ত ৯ জনের রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকার অভিযোগ রয়েছে। এই প্রবণতায় হতাশ হয়ে পড়েছেন আওয়ামী মহিলা লীগ এবং যুব মহিলা লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। তারা বলছেন, এর ফলে 'সংরক্ষিত আসন' এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। (*আমাদের সময়*, ১২ মার্চ ২০১৪)
- জাতীয় সংসদের সার্বিক মান উন্নয়ন নারী আসনের মনোনয়নের ক্ষেত্রে একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিবেচনা হবে বলে অনেকে আশা করেছিলেন। এ বিবেচনা থেকে অনেকে হতাশ হয়েছেন। নারী প্রার্থীদের অনেকেই ব্যবসায়ী এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের একটি অংশ স্বল্প শিক্ষিত। মনোনয়নের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবসায়ীদের বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। এমনকি নারী প্রার্থীদের একটি উলে- খযোগ্য অংশ কোটিপতি, যা নিম্ন এবং স্বল্পবিত্তের তৃণমূলের ত্যাগী নেতৃত্বের জাতীয় নেতৃত্বে আসার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নারীর অগ্রগমনে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কোটা পদ্ধতি একটি প্রাথমিক উদ্যোগ। অতীতের এ ব্যবস্থা অলঙ্কারিক। সম্প্রতি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম যৌক্তিকভাবেই সংসদে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনের বর্তমান বিধান বদলের ঈঙ্গিত প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'আগামী দিনে ৩০০ আসনের মধ্যে নারীদের জন্য ২০ শতাংশ কোটা নির্দিষ্ট রেখে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে এমপি নির্বাচিত করা হবে।' (*কালের কণ্ঠ*, ১০ মার্চ)

নারীরা আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক। রাষ্ট্রে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র কায়েম করতে হলে সংসদে নারীদের ন্যায্য ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। তাই সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা দরকার। একই সঙ্গে সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচন পদ্ধতিও পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সুজন মনে করে, **ঘূর্ণায়মান নির্বাচন পদ্ধতি হতে পারে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি অর্থবহ উদ্যোগ**। উলে- খ্য যে, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৮ জন (৬ শতাংশ) নারী সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৯ জন নারী বিজয়ী হয়েছিলেন, যা ৬.৩৩ শতাংশ ছিলো।

ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিকে কার্যকর করার জন্য সংসদীয় আসনগুলোকে ভাগ করা প্রয়োজন হবে। উদাহরণস্বরূপ, এক-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যপদ নারীদের জন্য সংরক্ষণ এবং তা কার্যকর করার জন্য ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে আমাদের ৩০০ সংসদীয় আসনকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে লটারি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। লটারির মাধ্যমে ১০০ আসন চিহ্নিত করে এ আসনগুলোকে প্রথম দফায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ এ আসনগুলোতে কেবল নারীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, অন্য ২০০ আসনে নারী-পুর ষ উভয়েরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থাকবে। ২য় দফায়, অর্থাৎ পরের নির্বাচনে অবশিষ্ট ২০০ আসন থেকে লটারির মাধ্যমে ১০০ আসন চিহ্নিত করে নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা যেতে পারে। তৃতীয় দফায় অবশিষ্ট ১০০ আসনে শুধু নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, অর্থাৎ এগুলো নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

উলে- খ্য যে, ভারতের পঞ্চায়েত বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এ ধরনের ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি বহুদিন থেকেই চালু আছে, যার অভিজ্ঞতাও ইতিবাচক। সেখানে একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ক্রমাগতভাবে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি কার্যকারিতা প্রদর্শন করছে। এ অভিজ্ঞতার আলোকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিভিত্তিক কোটা প্রচলনের লক্ষ্যে ভারতীয় রাজ্যসভায় ইতিমধ্যেই একটি আইন পাশ করা হয়েছে, যা বর্তমানে লোকসভার বিবেচনাধীন।

দিনবদলের সনদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সংসদে নারী আসন সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে উন্নীত করার অঙ্গীকার করলেও তা রক্ষা করেনি। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব অর্থবহ করার লক্ষ্যে আমরা আশা করি তারা ভারতের আদলে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি তথা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ নেবে। যতদিন পর্যন্ড় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না হবে, ততদিন এ পদ্ধতি চালু থাকতে পারে। বর্তমান মহাজোট সরকার সংসদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংবিধান সংশোধন করে উলি- খিত নিয়ম সহজেই চালু করতে পারে।

এ পদ্ধতির অনেক আকর্ষণীয় দিক রয়েছে। **প্রথমত:** সংরক্ষিত নারী আসন থেকে নির্বাচিত নারীদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা থাকবে এবং এসব নির্বাচনী এলাকা যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তারা পরবর্তী সময়ে পুর ষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন; **দ্বিতীয়ত:** এ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যপদ আর 'ফায়দা' হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। নারীদের নিজস্ব যোগ্যতা ও দক্ষতাই হবে নির্বাচিত হওয়ার মূল মাপকাঠি; **তৃতীয়ত:** ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারী-পুর ষ নির্বিশেষে সব সংসদ সদস্য একই দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করবেন। ফলে নারী সদস্যদের আর হীনমন্যতায় ভূগতে হবে না; **চতুর্থত:** বর্তমান সংরক্ষণ পদ্ধতিতে নারীদের ভোটারদের কাছে কোনরকম দায়বদ্ধতা থাকে না, বরং তারা দায়বদ্ধ থাকেন নেতানেত্রীদের কাছে। কারণ নেতানেত্রীদের অনুকম্পার ফলেই তারা নির্বাচিত হন। আর দায়বদ্ধতাহীন ক্ষমতা গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; **পঞ্চমত:** ৩টি নির্বাচনী চক্রে বা ৩ দফায় প্রত্যেক আসন থেকে অন্ড়তঃ একবার একজন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এতে দেশে একঝাঁক নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হওয়ার দ্বার উন্মোচিত হবে; **ষষ্ঠত:** ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি ব্যবহার করলে সংসদে নারী আসনের সংখ্যা বাস্ড়বে এক-তৃতীয়াংশের বেশি হবে। কারণ সংরক্ষিত আসনের বাইরে থেকেও নারীরা নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পাবেন।

নবম সংসদে ছিলেন এবং দশম সংসদেও যাচ্ছেন, এমন ৯ জন মহিলা সদস্যের আয়, সম্পদ এবং দায়-দেনার তুলনামূলক চিত্র

মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের মধ্যে তারানা হালিম, ফজিলাতুন নেসা বাপ্পী, ফজিলাতুন নেসা, আমিনা আহমেদ ও পিনু খান গত নবম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। গতবার সরাসরি ভোটে বিজয়ী সানজিদা খানম ও নীলুফার জাফর উলাহ এবার মহিলা আসনে এমপি হতে যাচ্ছেন । এছাড়াও জাতীয় পার্টির বেগম নূর-ই হাসনা লিলি চৌধুরী ও মাহজাবিন মোরশেদ গত সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। যারা নবম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে বা সংসদ সদস্য ছিলেন তাঁদের ২০০৮ ও ২০১৩-সালে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে আয়, সম্পদ, দায়-দেনা সংক্রান্ড় তথ্য বিশে- ষণ করা হয়েছে। নিম্নে তথ্যের তুলনামূলক বিশে- ষণ তুলে ধরা হলো–

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের আয় হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্রঃ

সংরক্ষিত মহিলা প্রার্থীদের আয়ের বিশে- ষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৯ জনের আয় গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫১%। এই বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি হয়েছে আওয়ামী লীগের সানজিদা খানমের যা ১৫৩৯%, নিলুফার জাফর উলাহ ১২৩৩% এবং ফজিলাতুন নেসা বাপ্পীর ৪৪%। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে মাহজাবীন মোরশেদ, যার আয় গতবারের তুলনায় ৮৫% হ্রাস পেয়েছে। টাকার অংকে সর্বোচ্চ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে নিলুফার জাফর উলাহ ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫২২ টাকা, সানজিদা খানম ৩০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকা, ফজিলাতুন নেসা বাপ্পীর ৩ লাখ ১৬ হাজার ৫০০ টাকা।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্রঃ

প্রার্থীদের সম্পদের বিশে- ষণে দেখা যায় যে, ৯ জন প্রার্থীর গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ২২৪%। এই বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি জনাব পিনু খানের, যা ৩৪৮২%। ক্রমান্বয়ে হাসনা লিলি ৭০৪%, সানজিদা খানম ৪৮৮%, বৃদ্ধি পেয়েছে। টাকার অংকে বর্তমানে সর্বোচ্চ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে নিলুফার জাফর উলাহ ২৮ কোটি ৪৪ লক্ষ ২২ হাজার ৮১৩ টাকা। ক্রমান্বয়ে মাহজাবীন মোরশেদ ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭ হাজার ৫৫২ টাকা এবং পিনু খানের ১ কোটি ৮০ হাজার ৫০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রার্থীর দায়-দেনা হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্রঃ

৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ২০০৯ সালে ৩ জন প্রার্থী ঋণ গ্রহীতা থাকলেও বর্তমানে ৬ জন ঋণ গৃহীতা রয়েছেন। বর্তমানে নিলুফার জাফর উলাহ-এর সবচেয়ে বেশি ঋণ রয়েছে, যার পরিমাণ ২ কোটি টাকা। এর পরে ফজিলাতুন নেসার ২৫ লক্ষ টাকা ও ফজিলাতুন নেসা বাপ্পীর ২০ লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে।

প্রার্থীর নীট-সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্রঃ

বিশে- ষণে দেখা যায় যে, প্রার্থীদের নীট সম্পদ গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৯৮%। সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে পিনু খানের ২৪৪৬%। ক্রমান্বয়ে মাহজাবীন মোরশেদ ১৪৮৯% এবং হাসনা লিলির ৭০৪%। নীট সম্পদের দিক থেকে ৯ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিক নিলুফার

জাফর উলাহ। যার সম্পদের পরিমাণ ৩৪ কেটি ৪২ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৭১ টাকা। মাহজাবিন মোরশেদ এর সম্পদের পরিমাণ ১৯ কোটি ১২ লক্ষ ৯২ হাজার ৯০৪ টাকা এবং ফজিলাতুন নেসার সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৯ লক্ষ ২৩ হাজার ১৩ টাকা।

তথ্যসূত্রঃ বিশে- ষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd). তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

www.votebd.org ও www.shujan.org